জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

ইমেইলঃ info@nhrc.org.bd; হেল্পলাইনঃ ১৬১০৮

স্মারকঃ এনএইচআরসিবি/প্রেস বিজ্ঞ-২৩৯/১৩-২৪১ তারিখঃ ০১ মার্চ ২০২৪

আমরা অগ্নিকান্ডের ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি চাই না

"অগ্নিকান্ডের ঘটনাটি আমাদের ভীষণভাবে ব্যথিত করেছে। প্রায়ই অগ্নিকান্ডে মানুষ তাদের মূল্যবান জীবন হারাচ্ছে, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও উদ্বেগজনক। বাংলাদেশে অধিকাংশ ভবনে অগ্নিপ্রতিরোধক ব্যবস্থা নেই। অগ্নিকান্ডের ঝুঁকিগুলো জানার পরেও ভবনগুলোতে দিনের পর দিন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। এই অগ্নিকান্ডে অবশ্যই অসচেতনতা ছিল, অবহেলা ছিল। এত বড় একটি বাণিজ্যিক ভবনে ফায়ার এক্সিট থাকবে না? আর এটা না থাকার কারণে মানুষ অনেক চেষ্টা করেও করেও বের হতে পারেনি। আজ বিকেল ৪ টায় বেইলি রোডে অগ্নিকান্ডের ঘটনাস্থল পরিদর্শনকালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ এসব কথা বলেন। উল্লেখ্য, বেইলি রোডে বহুতল ভবনে আগুনে অন্তত ৪৬ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু ও হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেন। এ সময় কমিশনের চেয়ারম্যান অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত রোগীদের খোঁজ খবর নেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সচিব জনাব সেবাষ্টিন রেমা, উপপরিচালক জনাব সুস্মিতা পাইক।

কমিশনের চেয়ারম্যান আরও বলেন, 'অগ্নিকান্ডের ঘটনাটি মর্মপীড়াদায়ক এবং ভীষণ উদ্বেগের। এ ধরনের বড় ঘটনা দুর্ঘটনাগুলো ঘটার পরে কিছুদিন উত্তপ্ত পরিস্থিতি থাকে। কিছুদিন আলোচনা-সমালোচনা হয় কিন্তু কিছুদিন পর আবার তা থেমে যায়। আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা এ বিষয়গুলোতে সচেতন হচ্ছি না, কার্যকর ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হচ্ছে না । দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষও কখনো যথাযথ নজরদারি করছে না বলে ঘুরে ফিরে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। আমরা প্রায়ই দেখি এ ধরনের ঘটনায় তদন্ত হয়, প্রতিবেদন জমা হয়। কিন্তু প্রতিবেদন অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়া হয় না। আমরা আর পুনরাবৃত্তি চাই না। আমরা মনে করি, যাদের গাফিলতিতে এমন অগ্নিকান্ড ঘটেছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করা যাবে।

তিনি আরও বলেন, 'রাজধানীতে কিছুদিন পরপর সিলিন্ডার বিস্ফোরণে অগ্নিকান্ডে হতাহতের ঘটনা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। কমিশন অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো তদন্ত করে সুপারিশ দেয়ার পাশাপাশি গত ০৪ জুন ২০২৩ তারিখ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে মতবিনিময় করে অগ্নিকান্ডের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে বেশ কিছু সুপারিশ সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে প্রেরণ করলেও সেগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়ায় অগ্নিকান্ডের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।

প্রেস ব্রিফিংয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে মাননীয় চেয়ারম্যান অগ্নিকান্ডে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনুসরণ, বিল্ডিং কোড অনুসরণ ও কর্তৃপক্ষের দায়িত্বশীল আচরণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

স্বাক্ষরিত/-
ফারহানা সাঈদ
উপপরিচালক
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন